বীণা যন্ত্রধরা তুমি মা সপ্তসুরা
মুনির মনোহরা অজ্ঞান বিনাশিনী।
আমরা কজন মিলে নেমেছি আলকাপ দলে
স্থান দিও চরণতলে ওগো মা বীণাপাণি।

আবার মালদা জেলার আলকাপ শিল্পীদের কেউ কেউ মনে করেন 'বোলবাহি' থেকে আলকাপের উৎপত্তি, তাঁরা আলকাপের দ্বৈত সঙ্গীতের সঙ্গে খোট্টা ভাষায় রচিত 'বোলবাহি'-র দ্বৈতসঙ্গীতের সাদৃশ্য দেখান। বোলবাহির একমাত্র আঙ্গিক 'দ্বৈতসঙ্গীত' কিন্তু আলকাপে দ্বৈতসঙ্গীত ছাড়াও কাপ, ছড়া, বৈঠকি গান ইত্যাদি আঙ্গিক থাকে। সুতরাং আলকাপের উৎস 'বোলবাহি'ও নয়।

মালদহ-মুর্শিদাবাদ জেলার সংলগ্ন বিহারের পুর্ণিয়া, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় হিন্দি ভাষায় আলকাপের মত আঙ্গিক বিশিষ্ট 'রাজধারী' নামক এক ধরনের লোকনাট্য বর্তমান। রাজধারীর সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে এককালের রাজধারী শিল্পী ও বর্তমানে আলকাপ শিল্পী শ্যামচন্দ্র মণ্ডলের অভিমত হল হিন্দীতে যা ছিল 'রাজধারী' বাংলায় তা হল 'আলকাপ'।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, একটা লোকনাট্যের সঙ্গে অন্য লোকনাট্যের বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিকগত কিছু মিল অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু একটি থেকে যে অন্যটি সৃষ্ট তার জোরালো যুক্তি আলকাপের ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

আলকাপের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আর যে অভিমত আলকাপ শিল্পীদের কাছে পাওয়া যায় তা হল, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে আলকাপের উৎপত্তি। ব্রিটিশ সরকার গান-বাজনা সভা-সমিতি সব কিছু নিষিদ্ধ কবলে গ্রামের শিল্পীরা বনের মধ্যে গিয়ে কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ জমিদার সেজে অভিনয় করত এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলত আলকাপ করছি। আলকাপের নাম করে অভিনয়ের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের অত্যাচার, নিপীড়ন, দোষ-ত্রুটিগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করে তুলত। মালদা জেলার মানিকচক থানার রহিমপুর নিবাসী আলফাজ, অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার শিবগঞ্জ

Scanned with CamScanner

মোনাকয়সার ভবতারণ সরকার, বোনাকানা প্রমুখ শিল্পী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা ইংরেজদের কুকীর্তি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য একধরনের নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, তা পরবর্তীকালে 'আলকাপ' নামে খ্যাত হয়।[২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক' উপন্যাসে দেখি আত্মগোপনকারী রাজদ্রোহী অতুল মজুমদার 'বংশী মাস্টার' নামে পরিচয় দিয়ে গানের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। উদাহরণ হিসাবে একটি গানের উল্লেখ করা যাক —

মহাজন রক্ত চোষা
জমিদার ফোঁস মনসা
দারোগা সে লাটের ছাওয়াল
মোদের হৈল কাল।
বাঁচার নামে বিষম জ্বালা,
পরাণ হৈল ঝালাপালা,
ওই তিনটি শালাকে মারি খেদাও
ঘুচুক এ জঞ্জাল।[৩]

সুতরাং আলকাপ শিব বিষয়ক গম্ভীরা গানের মুসলিম সংস্করণ বা হিন্দিভাষায় অভিনীত রাজধারীর বাংলা সংস্করণ নয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক প্রহসন আলকাপ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবাদের মাধ্যম। সূচনাকালে আলকাপ পেশাদারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। শিল্পীরা অবসর সময়ে আলকাপ গান করতেন। বড়জোর রাহা খরচটুকু পেতেন। যেখানে গান হত সেই গ্রামবাসীরা নিজেরাই যৎসামান্য খরচ বহন করতেন। পরবর্তীকালে আলকাপ গান যখন ক্রমশ পেশাদারী ভূমিকা শুরু করল, অর্থ বিনিয়োগ, মালিকানার ভিত্তি তৈরি হল, ব্যবসা হিসাবে দেখা গেল তখন আলকাপেরও বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত পরিবর্তন শুরু হল। চিৎপুরের যাত্রাগান, সিনেমা-ভিডিওর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে জনসচেতনার বিষয়কে অবহেলা করে

Scanned with CamScanner

হাল্কা চটুল বিষয় নিয়ে কাপ বা পালা তৈরি হতে লাগল। দর্শকদের ব্যবসায়িক দিক থেকে মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে হিন্দী বা বাংলা ছবির কুরুচিপূর্ণ গানের আশ্রয় গ্রহণ করল বেশ কিছু দল। ফলতঃ নিজস্ব রীতি 'আল' অর্থাৎ হুল, খোঁচা বা ব্যঙ্গের পরিমাণটা কমে গিয়ে হাল্কা রঙ্গ-রসিকতাই বৃদ্ধি পেল, অপসংস্কৃতির শিকার হল।

উৎসপঞ্জি

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য -- বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃ. - ৩২২

২. সাক্ষাৎকার ঃ মোজাফ্ফর হোসেন, সদস্য, রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'বৈতালিক' উপন্যাস — রচনাবলী পৃ. — ৪৯১।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলকাপের উৎস

বিদগ্ধ সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য আলকাপের উৎপত্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "গম্ভীরা গানে বিষয়-বৈচিত্র্য যাহাই থাকুক না কেন ইহাতে প্রধানত শিব দেবতাটি লক্ষ্য থাকে বলিয়া এদেশে মুসলমান ধর্মের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কেবলমাত্র হিন্দু কৃষক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল। মুসলমান সমাজে ইহা (গম্ভীবা) কালক্রমে একটি স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিল, তাহা আলকাপ গান বলিয়া পরিচিত। ইহা শিব বিষয়ক গম্ভীরা গানেরই ইসলামী সংস্করণ মাত্র"।[১] আলকাপ গম্ভীরা গানের মুসলিম সংস্করণ নয়। কারণ আলকাপ গানে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। আলকাপের গানের শুরুতে আসর বন্দনায় শিব, দুর্গা, সরস্বতী, শ্যামা ইত্যাদি দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। তাছাড়া আলকাপের স্রষ্টা বলে যিনি সর্বজনবিদিত তিনি হলেন অধুনা রাজশাহি শিবগঞ্জের মোনাকয়সার বোনাকানা বা বনমালী সরকার। সম্প্রীতির মেলবন্ধন 'আলকাপ' লোকনাট্য।

আলকাপের আসরে সরস্বতী বন্দনা ঃ

নম বীণাপাণি জ্ঞানদায়িনী
শ্বেত শতদল কমলবাসিনী

Scanned with CamScanner